



নচকিতো পবতির অগ্নি যজ্ঞেরে জ্ঞান চেষ্টেছিলিনে

প্রাচীন ভারতীয় জ্ঞানের পবতির ইতিহাসে, নচকিতোর কাহিনী সাহস, অনুসন্ধান এবং সত্যের নরিলস সাধনা সকলের কাছে আলোকশক্তি হিসাবে আবর্ভূত হয়। ঋষি বাজশ্রবার পুত্র নচকিতো কোন সাধারণ শিশু ছিলেন না। যদিও তার নামটি "যিনি অসীম বৃত্তে তার শক্তি হারান না" এরকম বোঝায়। সেই অনুরূপ অজানার জন্য একটি অতৃপ্ত কটৌতূল এবং আগুনরে মতো খাঁটি এবং উজ্জ্বল আত্মার মতো তাঁর গুণাবলীকণ্ডে মূর্ত করে।

গল্পটি শুরু হয় বাজশ্রবার একটি দুর্দান্ত যজ্ঞ দিয়ে, দৃশ্যত তার সমস্ত সম্পত্তি দেবতাদের কাছে উৎসর্গ করেন। যাইহোক, নচকিতো তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং আপোষহীন ধার্মিকতার সাথে লক্ষ্য করেছিলেন যে তাঁর বাবা কেবল অনুর্বর এবং দুর্বল গরু দান করছেন, যা অর্থপূর্ণ নবৈদ্যের জন্য অনুপযুক্ত। এই ভণ্ডামিতে হতাশ নচকিতো তার বাবার কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। পতিকে উত্তরেজিত করবার জন্য সে জিজ্ঞাসা করে, "পিতা, তুমি আমাকে কার নকিট উৎসর্গ করবি?" করোধেরে মুহূর্তে ঋষি বাজশ্রবা বলেন, "মৃত্যুর দেবতা যমের প্রতি!" তিনি জানতেন না যে তাঁর কথাগুলি নচকিতোকে অনন্ত জ্ঞানের পথে নিয়ে যাবে। পিতার কথা সত্য করার জন্য নচকিতো মৃত্যুর অধিপতি যমের আবাসে গমন করেন। সেখানে পট্টে নচকিতো দেখলেন, যম বাড়তি নেই। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নচকিতো খাবার বা

জল ছাড়াই তিনি দিনি ধরে অপেক্ষা করে। সে এমন এক অতথিরি ধর্ম অনুসরণ করছেলি যাকৈ যথাযথভাবে গ্রহণ না করা পর্যন্ত ছেড়ে যাওয়া না। যম যখন ফরিয়ে এলেন, তখন তিনি তাঁর অবহলো দখে হতবাক হয়ে গেলেন। আতথিয়েতার অপবত্রিতা উপলব্ধি করে যম সংশোধন করার জন্য নচকিতোকৈ তিনিটি বর দয়িছেলিনে। তার প্রথম বররে জন্য, নচকিতো নজিরে এবং তার বাবার মধ্যে শান্তি চয়েছেলিনে। যম তার পার্থবি বন্ধনে সম্প্রীতি নিশ্চিতি করে সহজেই এই ইচ্ছা মঞ্জুর করছেলিনে।

দ্বিতীয় বররে জন্য, নচকিতো পবত্রি অগ্নি যজ্ঞরে জ্ঞান চয়েছেলিনে যা আধ্যাত্মকি আরোহণরে দকিৈ পরচালতি করে। বালকরে গভীরতায় মুগ্ধ হয়ে যম এই জ্ঞান প্রদান করেন এবং এই অগ্নিযজ্ঞ জ্ঞান অর্জনরে জন্য নচকিতো অগ্নি নামে পরচিতি লাভ করে।

তৃতীয় ও শেষে বররে জন্য নচকিতো সবচয়ে গভীর প্রশ্ন করছেলিনে: "মৃত্যুর পরে কী হয়?"

যম ইতস্তত করে ব্যাখ্যা করেন যা এমনকি দিবোতারাও এই রহস্যকে অকল্পনীয় বলে মনে করেন। তিনি নচকিতোকৈ পার্থবি ঐশ্বর্য, শক্তি এবং আনন্দ দয়িৈ প্রলুব্ধ করতে চয়েছেলিনে যদি তিনি কবেল তার প্রশ্ন ত্যাগ করেন। কিন্তু সত্যানুসন্ধানে অবচিল নচকিতো তা প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন, 'এই ক্ষণস্থায়ী আনন্দ অমরত্বরে দকিৈ নয়িৈ যায় না। "আমি আত্মার শাস্বত জ্ঞান অনুবেষণ করি" ছলেরে দৃঢ় সংকল্প বুঝতে পরে যম অস্তিত্বরে চূড়ান্ত সত্য প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নলিনে। তিনি নচকিতোকৈ আত্মা (আত্মা), শাস্বত সত্তা যা জীবন ও মৃত্যুর উর্ধ্বে এবং ব্রহ্মরে সাথে এর ঐক্য, বশি্বজনীন আত্মা সম্পর্কে শক্সিা দয়িছেলিনে। তাদের কথোপকথনরে মাধ্যমে, যম ব্যাখ্যা করছেন:

* আত্মা নরিকার, শাস্বত এবং সর্বব্যাপী, ইন্দ্রিয় ও মনরে উপলব্ধি বাইরে।

* বস্তুগত আকাঙ্ক্ষা এবং আসক্তি আত্মাকে জন্ম এবং পুনর্জন্মরে চক্রে জড়য়িৈ ফলে।

* আত্মসচেতনতা ও বস্তুজগৎ থেকে বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে মুক্তি (মোক্শ) অর্জতি হয়।

* ওঁ ধ্বনি ব্রহ্মরে প্রতীক, এবং এর উপর ধ্যান জ্ঞানরে দকিৈ পরচালতি করে। কঠোপনষিদে সংরক্ষতি যমরে শক্সিাগুলি ভারতীয় দর্শনরে অন্যতম গভীর বক্তৃতা গঠন করে।

এই প্রজ্ঞায় সজ্জতি হয়ে নচকিতো তাঁর পতির কাছে ফরিয়ে আসনে, জীব-মুক্ত রূপে রূপান্তরতি হন - যনি জীবতি থাকা অবস্থাতই মুক্ত হন। তিনি অটল বশি্বাস, বটৌদ্ধকি কটৌতুল এবং নৈতিক সততার শক্তির উদাহরণ দয়িছেলিনে।